দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ : 18 APR 2012
পৃষ্ঠা ... 24 কলাম ... 6

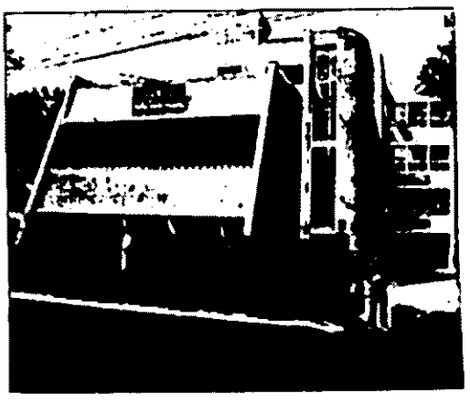

বরিশাল : বরিশাল বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার ও পাবলিক লাইব্রেরি

-ইত্তেফাক

বন্ধের পথে বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি

অর্থ ও জনবল সংকট

■ লিটন বাশার, বরিশাল অফিস

কালের বিবর্তনে এখানকার জ্ঞান পিপাসুদের তথ্য ভাণ্ডার হিসাবে পরিচিত গ্রন্থাগারগুলো একে একে বন্ধ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত বন্ধ হতে চলছে দেড়শ' বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরিটি। এ বিভাগের জ্ঞান পিপাসু মানুষ এক সময় এখানে বই পড়ার জন্য ভিড় জমাতেন। ১৮৫৪ সালে নগরীর বিবির পুকুর পাড়ে প্রথম গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এক সময়ের জমজমাট সেই পাবলিক লাইব্রেরি এখন পাঠক শূন্য।

২০০৬ সালে অত্যাধুনিক ৪ তলা ভবন নির্মাণ করে শুরু হয় বিভাগীয় গণগ্রন্থাগারের কার্যক্রম। তাও ভুগছে জনবল ও পাঠক সংকটে। এ গ্রন্থাগারে শুধু শিশু পাঠকদের ভিড় দেখা যায়। ৪র্থ তলায় পত্র পত্রিকা পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

বন্ধের পথে

২৪ পৃষ্ঠার পর

পড়তে আসেন প্রবীণ ব্যক্তিরা। তাদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, একসময় বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরিই ছিল এ অঞ্চলের মানুষের একমাত্র জ্ঞান আহরণ কেন্দ্র। কিন্তু কালের বিবর্তনে কম্পিউটার, ইন্টারনেট সুবিধা এখন লাইব্রেরি বিমুখ করে তুলেছে। কোনো তথ্য প্রয়োজন হলে মাত্র একটি ক্লিকে ইন্টারনেট থেকে সব ধরনের তথ্য পাওয়া যায় বিধায় গ্রন্থাগারে তেমন পাঠক দেখা যায় না।

বিভাগীয় গ্রন্থাগার সূত্র জানায়, সেখানে মোট ৪৫ হাজার ৫ শত বই রয়েছে। ১৭ জন লোকবলের মধ্যে মাত্র ১৩ জন কর্মকর্তা দিয়ে গ্রন্থাগারটি পরিচালিত হচ্ছে। গ্রন্থাগার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সুইপার নেই। বই বাইন্ডার, পিয়ন, ইলেকট্রিশিয়ান, চেকার, ডাটা এন্টিকারক, লাইব্রেরিয়ানসহ বিভিন্ন পদ শূন্য পড়ে আছে। নিরাপত্তা কর্মী না থাকায় সরকারি আসবাবপত্র চুরি হয়ে যাচ্ছে।

বই পড়তে আসা জহির খান নামে একজন প্রবীণ জানান, প্রাচীন পাবলিক লাইব্রেরিতে এক সময় কর্তৃপক্ষ অতি পুরানো ইতিহাস সম্বলিত বই পত্রাদি সরবরাহ করত। গণগ্রন্থাগার সে ধরনের বই খুব একটা সরবরাহ করে না।

১৮৫৪ সালে তৎকালীন জেলা জজ ক্যাম্পবেলের উদ্যোগে এবং মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত, বিনয়ভূষণ গুপ্ত এবং নওয়াব মীর মোয়াজ্জেম হোসেনের সহযোগিতায় বিবির পুকুরের পূর্ব পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত হয় বরিশালের প্রথম পাবলিক লাইব্রেরি।

এক সময় নগরীর ৪টি সিনেমা হলের টিকিট মূল্যের একটি অংশ এবং তৎকালীন পৌরসভা থেকে নিয়মিত অর্থ অনুদান দেয়া হতো পাবলিক লাইব্রেরিকে। ২০০০ সালের আগেই ওই অনুদানগুলো বন্ধ হয়ে গেলে অর্থাভাব শুরু হয়। পৌরসভা সিটি কর্পোরেশনে রূপ নেয়ার পাশাপাশি একে একে বন্ধ হয়ে যায় সিনেমা হলগুলো। এর প্রভাব পড়েছে পাবলিক লাইব্রেরিতে। অর্থাভাবের কারণে চাহিদামতো দৈনিক পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনসহ দরকারি বই কেনা সম্ভব হয় না। তাই পর্যায়ক্রমে পাঠকসংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করে। লাইব্রেরিয়ান জানান, ভবনের দোতলা থেকে ৯ হাজার এবং বিবির পুকুরের পুরনো দুটি ভবন থেকে ৭ হাজারসহ মোট ১৬ হাজার টাকা ঘর ভাড়া বাবদ আয় হয়। তা দিয়েই কোন রকমে তিনিসহ ৫ কর্মচারীর মোট বেতন ও সকল ব্যয় বহন করতে হয়।

পাবলিক লাইব্রেরির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এসএম ইকবাল জানান, যোগ্যদের হাতে এর পরিচালনার ভার দিতে হবে। সরকারি অনুদান আনার পাশাপাশি লাইব্রেরির যে সম্পদ রয়েছে সেগুলো কাজে লাগিয়ে লাইব্রেরি চালানো সম্ভব।